জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আচার্যের কাছে খোলা চিঠি

গত কয়মাস ধরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে এই আন্দোলনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে একটি খোলা চিঠি দেওয়া হয় গত ৩ অক্টোবর। আন্দোলনের মূল বিষয় বোঝার জন্য এই চিঠি এখানে প্রকাশ করা হল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর উন্নয়নের জন্য একনেক কর্তৃক ১৪৪৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়ার খবরে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। সম্প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি হল নির্মাণের জন্য ৩৬৭ কোটি টাকা ছাড় হয় এবং নির্মাণকাজের নানা প্রক্রিয়াও শুরু হয়। এ সময় মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনার বড় ধরনের অনেক ত্রুটি ধরা পড়ে। পাশাপাশি কয়েকটি জাতীয় দৈনিকে এই প্রকল্পকে ঘিরে আর্থিক লেনদেনের খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকা মারফত আপনি নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে অবগত আছেন যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং মহাপরিকল্পনার পুনর্বিন্যাস ও দুর্নীতির বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়।

প্রকল্প হাতে নেয়ার শুরু থেকেই লুকোছাপা, অস্বচ্ছতার খবর একের পর এক যেভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, সেখান থেকেই আশঙ্কা ও অসন্তোষের শুরু। একটি বিশাল উন্নয়ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে, যা বিখ্যাত স্থপতি মাযহারুল ইসলাম প্রণীত পূর্বতন মাস্টারপ্ল্যান পর্যালোচনা ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন করা আদৌ সম্ভব নয়। অথচ দেখা গেল, নয়নাভিরাম জাহাঙ্গীরনগরের এই পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীজনদের কেউই কিছু জানেন না। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বিভিন্ন বিশেষায়িত বিভাগ রয়েছে, সেখানে রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই বিশেষজ্ঞদেরও অন্ধকারে রাখা হয় এবং এই মাস্টারপ্ল্যানে মূলত প্রশাসনের কতিপয় কর্তাব্যক্তির ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। দাবির মুখে উপাচার্য কিছু শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে কয়েকটি ভবনের নকশা দেখান এবং জানান, একনেকে পাস হয়ে গেছে বিধায় এই মাস্টারপ্ল্যান পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি জানান, মাস্টারপ্ল্যান পরিবর্তন করতে গেলে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত চলে যাবে। এ পর্যায়েও দাবির মুখে অংশীজনদের পাশ কাটিয়ে নামমাত্র একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়।

ইতোমধ্যেই পত্রিকা মারফত আমরা জানতে পারি যে, সরকারের নির্দেশনা উপেক্ষা করে ই-টেন্ডার না করে গতানুগতিক টেন্ডার চাওয়া হয়েছে। জানা যায়, টেন্ডার শিডিউল বিক্রির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরো সময়টি টেন্ডার শিডিউল ব্যাংকে পাওয়া যাচ্ছিল না। কেবল শেষের কয়েক দিন শিডিউলটি পাওয়া যায়। এমনকি পত্রিকা থেকে আরও জানা যায়, একটি কোম্পানি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে লিখিত অভিযোগ করে যে, তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বলপূর্বক টেন্ডার দাখিল করতে দেয়া হয়নি। এ সমস্ত বিষয় অমীমাংসিত রেখে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে তোয়াক্কা না করে, কয়েক দফায় গাছ কেটে উন্নয়ন কার্যক্রম চালু রাখা হয়।

এতসবের মধ্যে এ বছর আগস্টের ২৩ তারিখে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয় যে, উপাচার্য ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উন্নয়নের দুই কোটি টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করেছেন। পত্রিকার দাবি, এই ভাগ-বাটোয়ারা উপাচার্যের বাসভবনে ঘটেছে এবং তাঁর পরিবারের দুজন সদস্য তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকরা এ প্রসঙ্গে জানতে গেলে উপাচার্য স্বয়ং তাঁর অনুসারী কয়েকজন শিক্ষক নিয়ে সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতিগুলো থেকে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। টাকা ভাগ-বাটোয়ারার ঘটনাটি সবিস্তারে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন (২৩/৮/২০১৯), দ্য ডেইলি স্টার (২৭/৮/২০১৯) ও ঢাকা ট্রিবিউনে (৩০/৮/২০১৯) প্রকাশিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এই অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের দাবিসহ উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যান। আন্দোলন চলাকালে দুই দফায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মারধরের ঘটনা ঘটে। সাংবাদিকদের নাজেহাল করা ও শিক্ষার্থীদের মারধর করাকে উপাচার্যের মরিয়া হয়ে আন্দোলন থামানোর প্রয়াস বলেই প্রতীয়মান হয়।

আন্দোলনের চাপের মুখে শেষাবধি প্রশাসন গত ১২ সেপ্টেম্বর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুটো দাবি মেনে নেয়। এতে আন্দোলনকারীদের দাবির যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়। তৎপরবর্তীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বরাত দিয়ে এবং তাদেরকে জড়িয়ে উপাচার্য, তাঁর পরিবার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আর্থিক লেনদেনের খবর জাতীয় দৈনিকসমূহে প্রকাশিত হয়। এর পরপর ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও দৈনিক পত্রিকায় উপাচার্য ও সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাদের চালেঞ্জ-পাল্টা চ্যালেঞ্জের খবরগুলো প্রকাশিত হতে থাকলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীর সামনে খেলো হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং আরও দুজন সহসভাপতি ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে স্বীকার করেন যে, তাঁরা উপাচার্যের বাসায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে টাকা ভাগ-বাটোয়ারার মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা টাকার ভাগ পেয়েছেন। তাঁরা এমনও দাবি করেন যে, 'উপাচার্যের স্বামী ও পুত্রের মুঠোফোনের ৮ থেকে ১০ আগস্টের কললিস্ট পরীক্ষা করলেই প্রমাণ মিলবে।' এসব বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনৈতিক লেনদেনে জড়িত। উপাচার্য কেবল একটি পদ নয়, এটি প্রতীকী অর্থে নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব। উপাচার্যের কালিমালিপ্ত হওয়া আমাদের সকলের নৈতিক অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সর্বোচ্চ নির্বাহীর প্রতি এহেন অভিযোগ আমাদের সকলকেই জাতির সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্যের নৈতিক স্খলনজনিত এই অপরাধের কারণে আমরা মনে করি, তিনি তাঁর স্বপদে বহাল থাকতে পারেন না। তাঁকে আমরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেননি। এ কারণে আপনার মাধ্যমে আমরা তাঁর অপসারণ চাই।

আমরা আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা

কার্যক্রমে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটিয়ে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন জারি রেখেছি। ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছি। অথচ ইতোমধ্যে আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষকের মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক ৪ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে। এই রকম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে। এ কারণে আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সত্য ঘটনার উদঘাটন চাই, ইতোমধ্যে উপাচার্য নিজেও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় উপাচার্যসহ আরও যাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এসেছে তাঁদেরকেও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইনে বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হিসেবে অবিলম্বে আপনার বিচক্ষণ হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করি।

আবদুল জব্বার হাওলাদার, মো. খবির উদ্দিন, মোহাম্মদ কামরুল আহসান, মো. সোহেল রানা, সাঈদ ফেরদৌস, মির্জা তাসলিমা সুলতানা, নাজমুল হাসান তালুকদার, তারেক রেজা, সায়েমা খাতুন, এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, শামীমা সুলতানা, মো. জামাল উদ্দীন, মো. নূরুল ইসলাম, রায়হান রাইন, মুসফিক উস্ সালেহীন, সুস্মিতা মরিয়ম, খান মুনতাসীর আরমান, নজির আমিন চৌধুরী জয়, আশিকুর রহমান ও মাহাথির মোহাম্মদ

লেখকগণ : 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' আন্দোলনের সংগঠক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

'গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর ক্লাইমেট'

বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এই উপলক্ষে অসংখ্য সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি (বাংলাদেশ), ফ্রান্স চ্যাপ্টার. প্যারিসে অনুষ্ঠিত এরকম একটি সমাবেশে যে বক্তব্য উপস্থিত করে তার বাংলা অনুবাদ এখানে দেয়া হল। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

শুভ অপরাহ্ণ!

আমরা, বাংলাদেশের তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আজ জলবায়ু আন্দোলনের সাথে এককাতারে দাঁড়িয়েছি ২০-২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর ক্লাইমেট'-এর প্রতি আমাদের সমর্থন প্রকাশ করতে। উল্লেখ্য, গতকালের ধর্মঘটে বাংলাদেশসহ ১৫৫টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছে, যা সত্যিই দারুণ ব্যাপার।

এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর আগে কখনও একসাথে এত মানুষ বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে কার্যকর তৎপরতা দাবি করে আন্দোলন করেনি। বাংলাদেশ সেইসব দেশের একটি, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে। আমাদের কৃষকেরা ইতোমধ্যেই উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির লবণাক্ততার পরিবর্তন এবং বন্যার তীব্রতার কারণে সংগ্রাম করছেন। একেবারে রক্ষণশীল হিসেবেও ২০৫০ সালের মধ্যে আমাদের ৩০ শতাংশ ভূমি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের প্রয়োজন কার্বন উদ্‌গিরণের হার বহুলাংশে কমিয়ে আনা। আমাদের জীবনযাপনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের বনগুলোকে বাঁচানো অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে এই মুহূর্তে বেশি জরুরি। বাংলাদেশে আমরা কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বড় পরিসরে শিল্পায়নের হাত থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। এই সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন, যার অনন্যসাধারণ জীববৈচিত্র্য এবং অনুপম বাস্তুতন্ত্রের কারণে ইউনেস্কো একে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বন বেশ কিছু বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল; যেমন–রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গাঙ্গেয় ডলফিন ইত্যাদি। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে এই বনের ওপর। বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষেত্রে এই বন এক প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ, যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকে রক্ষা করে আসছে, উপকূলীয় অঞ্চলের ৪ কোটির অধিক মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশগুলোতে কার্বনের ব্যবহার কমানোর জন্য ক্রমাগত চাপের মুখে জীবাশ্ম জ্বালানির লবিগুলো তাদের মুনাফার শেষ ভাগটির জন্য বিকল্প জায়গা হিসেবে খুঁজে নিয়েছে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মোট ৩৭টি কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকার জ্বালানি খাতের একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে, যেখানে কয়লার ব্যবহার শতকরা ০.৩ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৩৫ ভাগের অধিক করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে একটি বিকল্প জ্বালানি প্রস্তাবনা পেশ করেছি, যেখানে ২০৪১ সালের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি, যেমন–সৌর, বায়ু, স্রোত ইত্যাদির ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সমস্ত আন্তর্জাতিক জীবাশ্ম জ্বালানির অর্থসংস্থাগুলো লবিং চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোম্পানিগুলো একজোট হয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ, সবুজে বাঁচার অধিকার এবং আমাদের এই বাসভূমই পৃথিবীকে লুট করে নিচ্ছে। আমরা এখানে এসেছি এই কথা জানাতে যে, জনতাও এখন হাতে হাত ধরে জোটবদ্ধ হচ্ছে নিজেদের বাঁচার অধিকার, শিশুদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের অধিকারকে রক্ষা করতে। আমরা আজ এখানে একসাথে দাঁড়িয়েছি আমাজনের জনগোষ্ঠীর প্রতি সংহতি জানাতে। আমরা মনে করি, পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে এখন সবচাইতে জরুরি সময় 'এক পৃথিবী ও এক লড়াই'-এর শক্তিকে জোরদার করার। এই অন্যায় ব্যবস্থা আমাদের যতই বিভাজিত করতে চেষ্টা করুক কিংবা আমাদের একজনকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করুক না কেন, আমরা একতাবদ্ধতার শক্তি নিয়েই দাঁড়াব।

বাঁচাও সুন্দরবন, বাঁচাও আমাজন!

এক বিশ্ব, এক লড়াই–এসো একসাথে দাঁড়াই!

ধন্যবাদ সবাইকে।